যার হাত আছে তার কাজ নেই ...

নাগরিক সমাজের কাছে আবেদন

হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হচ্ছে। বন্ধ হয়েই থাকছে। লাখ লাখ শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। তাদের অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা আর সমাজের কাজে লাগছে না — তারা যেনতেন প্রকারে দিন শেষে দুমুঠো অন্ন জোটাতে খুঁজে নিচ্ছে বিভিন্ন কাজ। হপ্তা বা মাস মাইনের দিন শেষ — দিন শেষ সামাজিক সুরক্ষার। শুরু একা একা বেঁচে থাকার লড়াই।

কারখানা বন্ধ মানেই শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া অনেক। আদায় করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লড়াই করতে লাগে। সময় কোথায় তাদের যারা একা একা বেঁচে থাকার লড়াইয়ে বিপর্যস্ত? পি এফ বাকি, গ্র্যাচুইটি, শেষ কয়েকমাসের মাইনে, আগের বছরের বোনাস সবই তো—বাকি। নেই কোথাও দুনিয়া কাঁপানো শ্রমিক ঐক্যের স্লোগান। কারখানার গেটে তালা ঝোলার সাথে সাথেই এদের শ্রমিক পরিচয় শেষ — এরা বন্ধ কারখানার শ্রমিক — এদের নিয়ে ভাবার তেমন কেউ নেই। দুবছর , পাঁচ বছর, দশ বছর — এমনকী কারখানা বন্ধ হওয়ার পনেরো বছর পরেও এদের বকেয়া টাকা মেলে না। চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো সুরক্ষা নেই — নেই মাথার ওপর কোনো শক্তপোক্ত আচ্ছাদন — ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ানোর সামর্থ্য নেই — নেই সরকারের তরফে অল্পমূল্যের কোনো রেশন ব্যবস্থার সাহারা।

কারখানা বন্ধ কিন্তু দেশের আইন ব্যবস্থা সচল। নিলাম হয়। কারখানা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাম মাত্র টাকায় 'সচল' হিসেবে কারখানার হাত বদল হয়। শ্রমিকদের মনে আশা জাগে। গেট খোলে না — তালা ঝুলতেই থাকে। রাতের অন্ধকারে প্রথমে, পরে দিন দুপুরে মেশিন বেরিয়ে যায়, কাঁচামাল বেরিয়ে যায়, উৎপাদিত মাল বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যায় জলের পাইপ, বিজলির তার — শেষ নাটবল্টুটা পর্যন্ত। পড়ে থাকে কঙ্কাল — যতদিন না আগাছার স্তূপে তাও প্রায় ঢেকে যায়। নতুন মালিক, পুরনো শ্রমিক নেতা, সরকারি পুলিশ — সকলেই তৎপর। বছর ঘোরে — আইনের চাকা ঘোরে — কারখানার জমিতে গড়ে ওঠে আবাসন। শ্রমিকের পাওনা মেটে না।

গল্পের মতন শুনতে লাগলেও এমনটা অহরহ ঘটে চলেছে। সব জায়গাতে না হলেও বহু জায়গায়। এটা বাস্তব আর এটাও বাস্তব যে এর কোনো জোরালো প্রতিবাদ নেই। যেন প্রতিকারও নেই। যেখানে শ্রমিকরা নামমাত্র প্রতিরোধ করে সেখানে সেই কঙ্কালসার কারখানা ভূতের বাড়ির মতন পড়ে থাকে দুদশক। ততদিনে সেই বন্ধ কারখানায় কজনই বা শ্রমিক আর টিকে থাকে? তখন কাজ অনেক সহজ হয়ে ওঠে — আজকাল আবার রাজ্য সরকার এগিয়ে এসে শিল্পের জন্যে দেওয়া জমি অধিগ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। দেখার বিষয় সরকারি দরদ জমির ওপর যতটা ততটা সেই জমিতে বিগত দিনের কারখানার শ্রমিকদের ওপর আছে কিনা।

আমরা মনে করি, সময় এসেছে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সপক্ষে সাধারণ মানুষের মতামত গঠনের চেষ্টা করার। সিভিল সোসাইটি কখনই একপেশে অন্যায় বেশিদিন মেনে নেয়নি। অতীতেও নানান বিষয় নিয়ে আওয়াজ উঠেছে — দাবি করা গেছে — আইন বদলেছে। আমরা বিশ্বাস করি শ্রমিক-কর্মচারীরা কোনো কিছুই পায়নি আন্দোলন ছাড়া বা সেই আন্দোলনের সপক্ষে সাধারণ মানুষের সমর্থন ছাড়া। এটা ঠিকই যে সমাজের এই অংশের মানুষ আজ খুবই একা — তারা বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিক। এদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা বস্তুত কঠিন। কিন্তু তার মানে তো এটা নয় যে সমাজের এই অংশের ওপর কোনো অন্যায় অবিচার নেই? সমাজের এক অংশের ওপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো সমাজের অন্য অংশ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে অতীতে? তাই আমরা আজও আশাবাদী — তাই সক্রিয়।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে তাই আমরা বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের সপক্ষে কয়েকটি দাবি রাখতে চাই। এই দাবিসমূহ আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছি।

বাসস্থান

'৫০ এবং '৬০-এর দশকে রাজ্য সরকারের পক্ষে শিল্প শ্রমিকদের জন্যে বহু আবাসন তৈরি করা হয়েছিল। খুব অল্প ভাড়ায় শ্রমিকরা থাকতে পারতেন এইসব আবাসনে। সত্তর দশকের গোড়া থেকেই তেমন কোনো সরকারি উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি। এমনকী এই শ্রমিক আবাসনগুলির নাম পরিবর্তন করে এগুলিকে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বলে ঘোষণা করা হয়। আমরা দাবি করছি যে, কারখানায় শ্রমিকদের জন্য আবাসন গড়ে তোলা দরকার এবং তার জন্য সরকারি ব্যয় বরাদ্দ থাকা দরকার।

স্বাস্থ্য

কারখানার শ্রমিক হিসেবে যারা ই এস আই-এর সুবিধা পেত তারাই আর স্বাস্থ্য বা চিকিৎসার কোনো সুবিধাই পায় না কারখানা ছমাসের বেশি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে। কিন্তু আসলে তখনই তাদের স্বাস্থ্য-বীমা সব থেকে বেশি প্রয়োজন। ই এস আই ব্যবস্থায় ৬১নং ধারা অনুযায়ী যে কোনো বীমাকারী তার অবসরের পর বাৎসরিক ১২০ টাকার বিনিময়ে ই এস আই-এর চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে নিজের জন্যে এবং তার স্ত্রী বা স্বামীর জন্যে। আমাদের দাবি যে, এই একইভাবে এই সুবিধা বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্যেও দিতে হবে আর বাৎসরিক ১২০ টাকার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে।

শিক্ষা

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সব ধরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ খরচ থেকে রেহাই দিতে হবে। এ বাবদ যাবতীয় খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্য

দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষদের ক্ষেত্রে যেমন নানান সামাজিক সুবিধের ব্যবস্থা আছে গ্রামাঞ্চলের দিকে, তেমনই শহরাঞ্চলে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে আসতে হবে এমপ্লয়মেণ্ট গ্যারান্টি স্কিম জাতীয় নানান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে।

গ্র্যাচুইটির টাকা

আইন অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি বাবদ পাওনা টাকা কোনো-মতেই আটকে রাখা যায় না। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের একটা বড় অংশের এই টাকা আটকে থাকে। এর কারণ হল আইনে আছে কারখানা বন্ধ হওয়ায় ৩০ দিনের মধ্যে এই গ্র্যাচুইটির পাওনার জন্যে আবেদন করতে হবে। সমস্যাটা এখানেই। কারখানা খোলা-বন্ধের চক্কর শ্রমিকদের কাছে জলভাত। বন্ধ হওয়ার জন্যে খোলে, খোলার জন্যে বন্ধ হয়। কখনো সপ্তাহ, কখনো মাস, কখনো বছরের হিসেবে। শেষে বন্ধ হয় চিরতরে। ফলে বন্ধ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে শ্রমিকরা আবেদন করে না, কারণ তাদের মনে আশা থাকে। কারখানা আবার খুলবেই—সেই আশা। কোনোমতেই ন্যায্য পাওনা থেকে বন্ধ-কারখানার শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না কোনো সভ্য দেশেই। আমরা দাবি করছি যে ৩০ দিনের এই সময়-সীমার পরিবর্তন করতে হবে।

কারখানা ভেঙে ফেলা

পশ্চিমবঙ্গ ফ্যাক্টরি ডিসম্যান্টলিং অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো কারখানা ভেঙে ফেলার আদেশ হলে, ভাঙার কাজ শুরু হওয়ার আগে সেই কারখানার শ্রমিকদের সমস্ত পাওনা আগে মিটিয়ে দিতে হবে। শুনতে অবাক লাগবেই যে, এই আইন এ রাজ্যে বলবৎ আছে ১৯৫২ সাল থেকেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত, গত ৫৩ বছরে, সেই আইন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় রুলস্ তৈরি করা হয়নি। ফলে কারখানা বন্ধ হয় — শ্রমিক কাজ হারায় — কারখানা বন্ধ থাকে — শ্রমিক পায় না পাওনা — কারখানা ভেঙে জমিতে বাড়ি বা ফ্লাটবাড়ি ওঠে — শ্রমিক থাকে বঞ্চিত। আমাদের দাবি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ ফ্যাক্টরি ডিসম্যান্টলিং অ্যাক্ট-এর রুলস্ তৈরি করতে হবে। আর যতদিন না সেই রুলস্ তৈরি হচ্ছে ততদিন স্থানীয় কালেক্টর কে ক্ষমতা দিতে হবে যাতে যে কোনো কারখানা ভাঙতে হলে সেই কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মেটানো নিশ্চিত করতে হবে।

মাসিক পাঁচশো টাকা

এক বছরের বেশি সময় ধরে লক আউট হয়ে থাকা কারখানার শ্রমিকদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে অনুদান দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নিয়ম অনুযায়ী সেই শ্রমিকদের ৫৮ বছর বয়স হয়ে গেলেই এই মাসিক ৫০০ টাকা অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। আমরা মনে করি ৫৮ বছর বয়স হলেই অনুদান বন্ধ করার নিয়ম একেবারেই অযৌক্তিক। তখনই তো তাদের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন অর্থের। আমাদের দাবি যতদিন না সেই লক আউট হওয়া কারখানায় শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া মেটানো হচ্ছে ততদিন এই ৫০০ টাকার মাসোহারা চালু রাখতে হবে।

এই বিষয়ে আমরা চাই আওয়াজ তুলতে—জোরাল প্রতিবাদ করতে। তাই আমরা চাই আপনার সহযোগিতা।

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের দাবি নিয়ে সভা
৫ মার্চ, ২০০৫, শনিবার
বিকাল ৩.৩০ টায়
স্থান: স্টুডেন্টস হল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।

আশা করছি আপনি আসবেন।

কলকাতা, ২০ জানুয়ারী, ২০০৫

নব দত্ত
সাধারণ সম্পাদক

কলকাতা
নগরিক মঞ্চ কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, রুম নং ৭, কলকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।